

মিউজিক রাজনৈতিক অঙ্গনে যখন নির্বাচন আর সংস্কার ঘিরে নানামুখী বিতর্ক এবং আলোচনা চলছে সেই মুহূর্তে ডিসেম্বর ঘিরে রাজনৈতিক অঙ্গনে নতুন করে কৌতুহল সৃষ্টি হয়েছে কি হতে যাচ্ছে শে ডিসেম্বর এমন প্রশ্নই এখন সবার মনে ঘুরপাক খাচ্ছে বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নেতারা বলছে শহীদ মিনার থেকে প্রকাশ হবে জুলাই বিপ্লবের ঘোষণাপত্র আর ডিসেম্বরে এর সংবিধানের কবর রচনা হবে অপ্রাসঙ্গিক হবে আওয়ামী লীগ অন্যদিকে জুলাই বিপ্লবের এই ঘোষণাপত্রের সঙ্গে সরকারের কোন সম্পৃক্ততা নেই এবং এটিকে প্রাইভেট ইনিশিয়েটিভ বলছে অন্তর্বর্তী সরকার কি হতে যাচ্ছে শে ডিসেম্বর এ বিষয়টি যেমন আলোচনায় আনতে চাই সেই সঙ্গে আমাদের আলোচনায় উঠে আসবে সংস্কারের দায় ও নির্বাচনের রূপরেখা এ বিষয়টিও দর্শক সবাইকে আমন্ত্রণ জানিয়ে শুরু করছি দেশ টেলিভিশনের নিয়মিত আয়োজন জেডারম নিবেদিত দেশ সাম্প্রতিকের আজকের আয়োজন আমি ফার্নেস জয়ী থাকছি পুরো আয়োজন আপনাদের সঙ্গে আজকের আলোচনায় আমরা স্টুডিওতে আমন্ত্রণ জানিয়েছি দুজন সম্মানিত অতিথিকে চলুন এ পর্যায়ে পরিচিত হই আছেন ডক্টর আনম ও এহসানুল হক মিলন সাবেক শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী ও চেয়ারম্যান ইআরআই সেই সঙ্গে আরো আছেন মাসুদ কামাল সিনিয়র সাংবাদিক ও কলাবিষ্ট দুজনকেই আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আজকের আলোচনায় জনাব মাসুদ কামাল আলোচনাটা আপনাকে দিয়ে শুরু করতে চাই বলছিলাম শে ডিসেম্বর ঘিরে কিন্তু নতুন করে আলোচনা দেখছি আমরা রাজনৈতিক অঙ্গনে কি হতে যাচ্ছে শে ডিসেম্বর ডিসেম্বর কি হবে বলা বড় কঠিন কঠিন কারণ এমনও হতে পারে এইদিন দেশে মানে একটা নতুন কিছু শুরু হবে নতুন একটা আন্দোলনের নতুন একটা ঢেউ আসবে নতুন একটা ঢেউ লাগবে আবার এমনও হতে পারে এটা অনেকটা ফাঁপানো বেলুনের মত ওইদিন হয়তো সেটা ফুটে যাবে কিছুই হবে না কারণ বিষয়টা হলো কি যে যারা এটা আহ্বান করেছে তারা নিজেরাও বলেছে যে এইদিন তারা জুলাই বিপ্লবের ওখানে যে দফাগুলো সব সরকার পতনের দফা সারা এখান থেকে ঘোষণা দিয়েছিল এবং এখান থেকে তারা আরো কিছু ঘোষণা দিতে চায় এবং ওই একই লোক এখন তারা হয়তো প্রত্যাশা করছে একই রকম ভাবে লোক আসবে কিন্তু সেটা কি আসবে আমার সন্দেহ আছে আমার সন্দেহটা কেন আছে সেটা আমি বলি আপনাকে তখন তো আমাদের সামনে একটা ভিলেন ছিল তখন কিন্তু শেখ হাসিনা ছিল যাকে সরানোর জন্য শ্রেণী পেশা নির্বিশেষে বয়স নির্বিশেষে সবাই কিন্তু মানে তাদের ভেতর থেকে একটা প্রেরণা ছিল যে এই মহিলাকে সরাতে হবে কাজেই ডাকটা কে দিল কে দিল না এটা কিন্তু ইমমেটেরিয়াল ছিল ইস্যুটা ছিল যে এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে আমাদের ওখানে যেতে হবে যাতে নাকি এই মহিলার পতন ঘটে সবাই গিয়েছিল ওই সময় একজন ভিলেন ছিল একজন দানব ছিল যে দানবকে সরানোর একটা তারণা ছিল এখন কি আছে এখন তো ওরকম কিছু নেই ওই বাস্তবতা নেই এখন আপনি বলতেছেন যে প্রোক্রেশমেন অফ রেভলিউশন ওকে রেভলিউশনটা কবে হলো জুলাই মাসে অথবা আগস্ট মাসে যাই বলেন না কেন আপনি তো পাঁচ মাস পরে এসে তার প্রক্রিয়ামেশনের দরকারটা কি অথবা আপনারা যে জিনিসটা বাস্তবায়ন করতে চান সেই জিনিসটা বাস্তবায়ন করার ক্ষেত্রে আপনাদের সামনে বাধাটা কি শেখ হাসিনা আছে শেখ হাসিনা তো বাধা না আওয়ামী লীগ আছে মার্কেটে আওয়ামী লীগ নাই তাহলে বাধাটা কি বাধাটা কি সরকার যদি সরকার বাধা হয় তাহলে সরকারকে আপনারা বলুন সরকার তো আপনাদের নিজে নিজেই তিনজন প্রতিনিধি আছে আপনাদের সঙ্গে তো সরকারের অতি সুসম্পর্ক মধুর সম্পর্ক আপনারা চাইলে সচিবালয় যেকোনো সময় যেতে পারেন যেকোনো সময় দেখা করতে পারেন জানো তো বটে সরকারের প্রত্যেকটা কর্মকাণ্ডে আপনাদের পার্টিসিপেশন আছে তো তাতে বললেই তো হয় তো সেখানে ঘটা করে এটা বলা কেন তাহলে কি এটা একটা রাজনীতি হতে পারে রাজনীতি কোন সন্দেহ নাই আপনারা জাতীয় ঐক্যের কথা বলেন প্রায়ই যে জাতীয় ঐক্যবদ্ধ লাগবে তাহলে যারা আন্দোলন করেছে আপনাদের সঙ্গে আন্দোলনে কি ছাত্রদল ছিল না ছিল তো তাহলে এটা ঘোষণা করলো দুইটা মাত্র পার্টি একটা কে একটা গ্রুপ হলো আপনার বৈষম্য ছাত্র আন্দোলন আরেকটা গ্রুপ হলো নাগরিক কমিটি তো নাগরিক কমিটি কোথেকে আসলো ভাই এটা তো জন্ম হয়েছে আন্দোলনের পরে বলবেন যে না তারা এই এই নাম ছিল না বেনামে তারা আন্দোলন করেছে করে এখন তারা এখানে আসছে তো বেনামেতে আন্দোলন সবাই করেছে বাংলাদেশের আওয়ামী লীগের আওয়ামী লীগ ছাত্রলীগ যুবলীগ এই সমস্ত লীগ মিলে ছাড়া এবং তাদের কিছু অনুগত ভিত্তি ছাড়া এই আন্দোলনে কে ছিল না সবাই ছিল তো সবাইকে নিয়ে করেন আপনি নেতা কিভাবে এটা তো আরেক প্রশ্ন আপনার এখন বৈষম্য ছাত্র আন্দোলনে একজন আহবায়ক হয়েছেন অমুক তখন কি এটা ছিল ছিল না তো এই বিষয়গুলো কিভাবে হ্যান্ডেল করবে আমি জানিনা তো যদি মানুষের সায় কতটুকু থাকবে এটাও আমি জানিনা এরই মধ্যে সরকার তো তাদের দায়িত্ব নেয়নি বলেছে এটা আমাদের সঙ্গে কোন সম্পর্ক নাই বিএনপিও অখুশি প্রাইভেট ইনিশিয়েটিভ হিসেবেই দেখছে অন্তর্বর্তী সরকার হ্যাঁ এখন প্রাইভেট ইনিশিয়েটিভ তো আপনিও নিতে পারেন আমিও নিতে পারি তো সেটা থেকে কি ফল আসবে আমি জানিনা আবার এমন কিন্তু কামাল বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের পক্ষ থেকে যে দুটি বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে আমি একটু আপনার কাছে

যদি একটু বলি সেটি হচ্ছে যে শহীদ মিনার থেকে এর সংবিধানের কবর রচনা হবে এবং আওয়ামী লীগকে অপ্রাসঙ্গিক ঘোষণা করা হবে কোন প্রক্রিয়ায় হবে শুনেন এগুলি বাগারস্বর জাস্ট বাগারস্বর কবর কে রচনা করবে কিসের কবরের রচনা আমি একটা উদাহরণ দিয়ে বলি একটা ইঁদুর মারা গেছে ইঁদুরের কবর রচনা কিন্তু আমি একাই পারি একটু মাটি উঠাইলাম নামাইলাম চাইকা দিলাম যদি একটা হাতি মারা যায় হাতির কবর আমি রচনা করতে পারবো আমি পারবো হাতির জন্য যে পরিমাণ গর্ত গর্ত সে গর্ত করার সামর্থ্য আমার আছে তো উনারা একটু নিজেদের দিকে তাকা এর সংবিধানকে ভাই ওইটা আমাদের স্বাধীনতার প্রক্লেমেশন যেটা আছে ওটা তো ওখানে আছে আপনি একটা কবর বানায় দিবেন সেই ক্ষমতা আপনার আছে কয়জন লোক আছে আপনার সঙ্গে কয়জন লোক আছে রে ভাই বড় বড় কথা বলে ওইদিন ভুলে যান আপনারা আগস্টে আপনাদের যে অবস্থান ছিল আগস্ট বিপ্লবটা আপনারা বলছেন এটা আপনাদের ক্রেডিট এটা আপনাদের আন্দোলন আজকে বিএনপি এই কথাও বলছে যে আগস্ট আগস্ট বিপ্লবের পুরা আন্দোলনের তারা নিজেদেরকে মানে কবজায় নেওয়ার চেষ্টা করতেছে এন্ড মির্জা আব্বাস ঠিক বলেছেন এর আন্দোলনকে কেউ যেন ব্যান্ডিং এর চেষ্টা না করে এটা ব্যান্ডিং এটা সবার আন্দোলন উনারা ভাব দেখাচ্ছেন উনারা আন্দোলন করছেন উনাদের সঙ্গে আছে কয়জন লোক দেখব যে তারিখে কয়জন লোক আসে এত সহজ না বাংলাদেশকে বুম্বতে হবে এদেশের মানুষকে বুম্বতে হবে এদেশের মানুষের আকাঙ্ক্ষাকে বুম্বতে হবে তারা দায়িত্ব আসার পরে এই যে মানুষের মূল প্রবলেমটা কি দ্রব্যমূল্য এটা নিয়ে ওদের কোনদিন কথা বলতে দেখছেন ওরা এমন এমন কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকে যে কাজের থেকে মানে কি বলবো এগুলো ঢাকঢোল পিটানো আমি মানে আমি মনে করি একটা স্বাভাবিক অবস্থার মধ্যে তারা একটা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির চেষ্টা করতেছে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আপনাকে ডক্টর রান এহসানুল হক মিলন সংবিধানের কবর রচনার চিন্তা ফ্যাসিবাদে शामिल এ শহীদদের রক্তের উপর দিয়ে লেখা সংবিধান বাতিল নয় সংশোধন করা যেতে পারে বলছে বিএনপি নেতারা এই যে জুলাই বিপ্লবের ঘোষণাপত্র নিয়ে এত আলোচনা হচ্ছে এ বিষয়টি নিয়ে আপনার মতামত ধন্যবাদ আমার আপনাকে ধন্যবাদ বিজ্ঞ আলোচক মাসুদ কামাল সাহেবকে উনি যেখানে শেষ করলেন সেখান থেকে আমি শুরু করতে চাই এই কবর দেওয়া এগুলি কিন্তু ফেসিবাদী ওয়ার্ড আমরা কিন্তু সেখান থেকে বেরিয়ে আসতে হবে আমরা এখন একটা গণতান্ত্রিক পরিবেশে সকলকে নিয়ে সকল দল মত নির্বিশেষে সকলকে একটা ঐক্যের জায়গায় আমরা এসছি এই যে দ্বিতীয় বিপ্লবটি হয়েছে এই বিপ্লবটিকে কিভাবে আমরা এটাকে স্বার্থকে মানে সফলতা আনতে পারি সেই জায়গায় আমাদের যেতে হবে এখন নতুন করে আবার নতুনভাবে আমাদের কন্ট্রাডিকশন তৈরি করার কোন দরকার নেই যদি তারা মনেই করতেন বিপ্লবী সরকার করতে হবে তাহলে সেটা ই আগস্টে তারা করতেন এখন এটা নতুনভাবে পাঁচ মাস পরে এই সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরে নতুনভাবে সংস্থা সৃষ্টি করার তো দরকার নেই এমনিতে মাসুদ কামাল সাহেব বললেন জনজগণের যে দুর্ভোগ প্রশাসনিক কর্ম কর্তাদের মধ্যে এখনো যে ক্রোধ ঘৃণা ফোঁড় রয়েছে পুলিশ প্রশাসন এখনো নিয়ন্ত্রণে আসতে পারেনি দ্রব্যমূল্য হয়নি সব মিলিয়ে এমন একটি অবস্থায় যদি আপনি আবার প্রক্সিনেশন অফ দা সেকেন্ড রিপাবলিক করেন তাহলে তো আমরা সেই ফ্রান্স আর প্যারিস ইয়াতে চলে যাচ্ছি স্পেইনে চলে যাচ্ছি সেই সময়কার অবস্থান তারা সাথে সাথেই করেছিল রিপাবলিকান ডিক্লেয়ার দিয়েছিল সেগুলি তো আমাদের সময় পার হয়ে গিয়েছে এখন যে সরকার হয়েছে সেই সরকার কোন সরকার হবে যদি আপনি এই সংবিধানকে কবর দিয়ে দেন তাহলে এই সরকারকে বাদ দিয়ে অযৌক্তিকভাবে আপনি এই সরকার করেছেন তাহলে তো এই সরকারকে আবার আগামী সরকার এসে আদালতে দাঁড় করাবে যে তোমরা কিসের বলে সরকার হলে ইউসি জন সেখানে কিন্তু অনেকেই প্রশ্ন রাখছে যে শে ডিসেম্বর বিপ্লবী সরকার গঠন হবে কিনা হ্যাঁ সেটা যদি হয়তো এই সরকারকে আবার আমরা কার্টগডা দাঁড়া করাবো তা আরেকটি আইসিটি কোর্ট করতে হবে যে তোমরা কোথেকে আসলে কিভাবে আসলে কে তোমাদের বসালো তাদের যে অ্যাক্টিভিটি তাদের যে রুল অফ গভর্নেন্ট যেগুলো ছিল সেগুলিকে তো আবার ডিক্লেইন করা হচ্ছে এই যে সমস্যার মধ্যে আমরা সমাধান না খুঁজে আরো সমস্যা বের করছি এটা তো প্রয়োজন নেই প্রয়োজন হচ্ছে আমাদের সংবিধান যদি রেটিফাই করতে হয় এটা সংসদ সদস্যদের লাগবে তো এই সংসদ লাগলে নির্বাচনের পরে সেটা হোক তারা যে সাজেশন গুলি দেখছে এগুলি লিপুবদ্ধ করা হোক এবং প্রত্যেকটি দল মত নির্বিশেষে সকলে মিলে একটি জাতীয় সনদ তৈরি করুক যে হ্যাঁ আমরা নির্বাচন ইস্তেহারে এইগুলি দেব ঘোষণাপত্রে থাকবে এবং নির্বাচিত হওয়ার পরে আমরা সেগুলি করব এই যে আমাদের দল থেকে অ্যাক্টিং চেয়ারপার্সন তারেক রহমান সাহেব যে কথাগুলো বলেছেন এই আমাদের দফার রাষ্ট্র মেরামতে এখানে কোনটি বাকি রয়েছে আপনি দেখান বা সালে দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়া যে ভিশন যেটা করেছেন সেখানে কোন কিছু বাদ রয়েছে তাছাড়া তো আমরা তো বলছি যে নির্বাচন পরবর্তী সরকার আমরা জাতীয় সরকার করব ঐক্যমতের ভিত্তিতে সকল কে নিয়ে আমরা এই রাষ্ট্রের দায় দায়িত্ব সকলেই আমরা নেব কিন্তু এখন যদি আপনি নতুন ইস্যু তৈরি করতে থাকেন এবং এই এই যে বিপ্লব দ্বিতীয় বিপ্লবকে যদি আপনি

এক পেশি করতে চান ধরুন আমরা ক্রিকেট খেলতে নেমেছি এই রান করতে হবে রান আমরা অন্যান্য ব্যাটসম্যানরা করে রেখে আসছি দুইটি ব্যাটসম্যান আছে টা বল আছে সে দুইজন ব্যাটসম্যানের মধ্যে দুইজনে এসে বলে রান করে আমাদেরকে জিতিয়ে দিল তাহলে কি আপনি বলতে চাচ্ছেন দেয়ার ইজ নো টিম ওয়ার্ক এই যে বছর ধরে এই বিএনপির লক্ষ্য মামলার কথা বলুন বা আমাদের নেতাকর্মীরা গুম হয়েছে সে কথা বলুন সব মিলিয়েই তো এই বিপ্লব এই বিপ্লব তো একদিনে আসেনি এখন আমরা যেখানে সব জায়গা থেকে বিএনপির ভূমিকা আন্দোলনে কি কোনভাবে উপেক্ষিত তাই তো দেখছি এখন যদি আপনি সেকেন্ড রিপাবলিক ঘোষণা করেন এই ধরনের ঘোষণাটি হঠাৎ করে দেওয়া এই রাষ্ট্রটি কি একটা অস্থিতির পরিবেশে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে না দেখুন না এই রাষ্ট্রপতি নিয়ে প্রসঙ্গ একদল গিয়ে ঘেরাও করলো রাষ্ট্রপতি ভবন আরেক দল যাচ্ছে শহীদ মিনারে এগুলি কি প্রয়োজন রয়েছে আমরা যেই উদ্দেশ্য নিয়ে যে আকাঙ্ক্ষা নিয়ে যেটা হয়েছে ধরুন এই যে অ্যাডভাইজাররা হয়েছে এডভাইজার যদি মনে করেন একজন এডভাইজার মনে করেন এই বিপ্লবের সময় আমার পা চলে গিয়েছে আরেকজন এডভাইজার যদি মনে করেন আমার একটা চোখ হারিয়েছি আরেকজন এডভাইজার যদি মনে করেন যে আমার একটি সন্তান হারিয়েছি তাহলে তাদের ভিতরে যে অনুপ্রেরণাটা থাকবে যে থাকলে সেটা নিয়ে যুক্তরাষ্ট্র পরিচালনা করতে হবে আপনি যখন এডভাইজার নিয়োগ করলেন তখন কোন ভিকটিমকে আনলেন না আপনারা শুধু যার যার ফিল্ডে যারা প্রতিভা যশা নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে তাদের নিয়ে আসছেন এখন একেকজন এডভাইজার এ এক রকম কথা বলছে এইভাবে তো হচ্ছে না আমি তো মনে করেছিলাম যে ডক্টর ইউনুস নোবেল লরিয়েট উনি ন্যাশনাল ম্যাগাজিন হবেন উনার নেতৃত্বে যেই সরকার হবে এই সরকার সত্যিকারে একটি গঠনমূলক আগামী দিনের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য একটি সুন্দর দেশ উনি করার চেষ্টা করবেন দেখুন আমি একমাত্র ডক্টর ইউনুসকে দেখছি বছর বয়সে যিনি বছরের চিন্তা ভাবনা করেন কারণ উনার যতগুলি হাইপোথিসিস রয়েছে যা উনার রয়েছে সবকিছুই তো উনি তরুণ প্রজন্মের জন্যই করছেন তো সেই জন্য আমরা ভেবেছিলাম যে এই সরকার এসে তরুণ প্রজন্মকে এমন ভাবে উনি সুযোগ দিবেন সুবিধা দিবেন রাষ্ট্র ঘটনায় তাদের ভূমিকা থাকবে সহযোগিতা থাকবে এখন যদি আমরা সকলে তরুণ প্রজন্ম মিলে মনে করি যে না যারা এর আগে এ স্বাধীনতা এনেছিল যারা এতদিন সংগ্রাম করেছে তারা বাদ দিয়ে আমরাই সরকার গঠন করবো আমরা এই দেশ চালাবো এই এটা তো হয় না ইউ নিড এক্সপেরিয়েন্স পিপল এই ধরনের কথা বলা যায় চটকদার কিন্তু তা তো হয় না আমরা স্পাইনের এই প্রক্সেশন অফ আমরা দেখেছি আমরা ইয়ারটাও দেখেছি কি বলে ফ্রান্সেরটাও দেখেছি দেখিনি কি আমরা সেকেন্ড রিপাবলিক ঘোষণা এটা ফেইলিউর হয়েছে না স্পাইনেরটা ফ্র্যাঙ্কো আসছিল না তো এগুলো তো আমরা দেখেছি তো সেই জায়গাটা কি আমরা কেন যাব অপরদিকে আমাদের প্রতিবেশী রাষ্ট্র তারা তো আমাদের আমাদের দিকে কিভাবে উৎপেদের চিলের শকুনের চোখের মত তাকিয়েছে তো সেই ক্ষেত্রে যদি আমরা এখন এই সমস্ত বিষয় নিয়ে হুয়ুগে মাতামাতি করতে তো হবে না একটা কন্টিনিউয়াস প্রসেসটার মধ্যে ইন্টারাপশন করেছিল বিগত বছর এখন আমরা ইনিস্টেট করবো উইল ব্যাক টু দ্যা ট্র্যাক একটি নির্বাচন হবে নির্বাচনের মাধ্যমে ভোটাধিকার প্রতিষ্ঠিত হবে সেখান থেকে জনগণ নির্বাচিত প্রতিনিধি করবে তারা রাষ্ট্রকে সুন্দরভাবে চালাবে আর ফেসিভ তো বিএনপির সময় আসেনি ফেসিভার তো পরবর্তী সময় এসেছে তাহলে এই ক্ষেত্রে একটু বেশি বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে না কিন্তু ডক্টর আহসানুল হক মিলন যেমনটি আসলে বসুবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নেতারা বলছে শুধুমাত্র দ্রুত নির্বাচনের জন্য কি গণঅভ্যুত্থান ঘটেছে মানুষ প্রাণ দিয়েছে না এই কথাটি তো এইভাবে এক শব্দে শেষ করা যাবে না আমরা আন্দোলন করেছিলাম কি জন্য এর ই জানুয়ারি নির্বাচন যেন না হয় আমরা বয়কট করেছিলাম কি জন্য আমরা সালের নির্বাচন গিয়ে কি দেখেছিলাম আমরা আমরা তো নির্বাচনে যাই নাই কেন একটা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের রাষ্ট্রক্ষমতা পরিবর্তনে জবাবদিহিতার রাজনীতি করতে হলে তো নির্বাচনেই এর কোন অলটারনেট আছে ইউনাইটেড স্টেটস অফ আমেরিকা ট্রাম্প নির্বাচনের মধ্য দিয়েই তো এসেছেন নাকি বা পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতে এর কোন বিকল্প কোন থিওরি কি গণতান্ত্রিক দেশে হয়েছে এখন নির্বাচন আগে সংস্কার ইটস নট টু নির্বাচন দিতে হবে যা যা প্রয়োজন সেটা সংস্কার করতে হবে ইট উইল রান প্যারা এর আগে আমরা দেখেছি এক উপদেষ্টা আপনাদের বিরুদ্ধে সুস্পষ্ট অভিযোগ করেছে যে আপনারা চাইছেন সংস্কার আপনাদের অধীনে হোক তাই আপনার অন্তর্বর্তী সরকারকে ব্যর্থ প্রমাণ করার চেষ্টা নিশ্চয়ই এ বিষয়ে আপনার ব্যাখ্যা থাকবে আমি একটা বিরতি নিয়ে ফিরছি দর্শক নিবেদিত দেশ সম্প্রতি পূর্বে একটা বিরতি নিষিদ্ধ সাথেই মিউজিক থাকুন বিরতির পর আরো একবার আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আপনারা দেখছেন দেশ টেলিভিশনের নিয়মিত আয়োজন নিবেদিত দেশ সাম্প্রতিক আমরা আবাবো ফিরছি আলোচনায় ডক্টর এহসানুল হক মিলন যে আলোচনায় আমরা ছিলাম আপনারা দ্রুততম সময়ের মধ্যে নির্বাচন চাইছেন আপনারা চেয়েছেন সংস্কার আপনাদের অধীনেই হোক সেই জায়গা থেকে আপনারা অন্তর্বর্তী সরকারকে ব্যর্থ প্রমাণ করার চেষ্টা করছেন এমন অভিযোগ আপনাদের বিরুদ্ধে মোটেই না সংস্কারটা চলমান যতদিন

বাংলাদেশ থাকবে বিশ্বের মানচিত্রে ততদিন এই সংস্কার চলতে থাকবে এই চলমান সংস্কারকে তো আপনি ভুলতে পারেন না যে আমরা সকল সংস্কার করে করব নান্দার ওয়ান নান্দার টু হচ্ছে ক্রমান্বয়ে আমরা দেখছি যে এই সরকার তারা বিভিন্ন ক্ষেত্রে সফলতা অর্জন করতে পারছে না ইন দিস কেস তাদের জন্য তো এটা ভালো আরো উচিত হবে যে যত শীঘ্রই সম্ভব নির্বাচন দিয়ে তারা বেরিয়ে আসা যদি তারা কমপ্লিটলি তাদের রেটিং হাই হতো তাহলে হতো আপনি অসন্তুষ্টের মাত্রা দেখছেন জনপ্রশাসনের কর্মকর্তারা অসন্তোষ করছে রিটার্ডার্ড আর্মি অফিসাররা করছে কে না করছে শিক্ষক ছাত্র অভিভাবক কলেজ বানানো নিয়ে সবকিছু নিয়ে চারিদিকে শুধু অসন্তোষ অপরদিকে দ্রব্যমূল্য হতে শুরু করে নাগরিকদের আকাশক্ষার প্রতিফলন এই সরকার ঘটতে পারেনি এডমিনিস্ট্রিটিভ তারা কোন এমন কোন প্ল্যানও লেআউট করতে পারেনি যে আমি এই এক বছর থাকবো এক বছর আমার এই মন্ত্রণালয় এগুলি করবে তো যেই সরকার জনগণের হারাচ্ছে সেই সরকারকে কি করা উচিত সেখানে প্রশ্ন আসে নির্বাচিত সরকার আসলে কোন জাদু বলে সকল সমস্যার সমাধান করবে রাতারাতি এটা তো তাদেরই জব তাদেরই ডিউটি বিগত দিনে নির্বাচিত সরকারই তো করেছে এটা সোনা লেটার তারা তো করবে আর প্রফেশনাল কান্ডি এটাকে তো উপেক্ষা করলে চলবে না হ্যাঁ তারা নতুন দল করে তারা নির্বাচনে আসবে ওয়েলকাম মোস্ট ওয়েলকাম এখন আওয়ামী লীগ নেই আর অন্য দল আসছে এসে নির্বাচন তাদেরও তো এটা তো বলা হয়নি শুধু বিএনপি নির্বাচন করে এককভাবে আওয়ামী লীগের মত খালি মাঠে গোল দিবে সকলে তো নির্বাচন করার অধিকার রয়েছে এখন জোট করার দরকার নেই তারা সকল দল এসে ইলেকশন করুক করে যে দল সংখ্যাগরিষ্ঠ সেই দলই দেশ শাসন করবে কিন্তু ইন দিস কেস বিএনপি বলেছে আমরা একটি জাতীয় সরকার গঠন করবো হোয়াট এলস ইউ ওয়ান্ট আমাদের দল যে ঘোষণা দিয়েছে সেখানে এমন কি রয়েছে যে তারা এর পরিবর্তন করতে পারবে কোন বিষয়টিকে বিএনপি আজ থেকে দুই তিন দুই বছর আগে এই সংস্কারের কথা বলা হয়েছে এমন তো না যে আজকে আমরা নতুন করে তড়িঘড়ি করে সংস্কারের একটা ফর্দ বানিয়েছি আমরা তো অনেক আগে থেকেই বলেছি যে আমরা এইগুলি করতে চাই এবং সেই করার জন্য ধরুন এই বিপ্লবটা যদি না হতো তাহলে কি বিএনপি ঘরে চলে যেত বিএনপি কি আন্দোলন করতো না আমরা কি আগামী দিনের রাজনীতির ময়দানে থাকতাম না আমরা কি গিভ আপ করেছিলাম থেকে শুরু করে আমরা তো গিভ আপ করিনি আমরা তো রাজপথেই রয়েছি আমরা তো আন্দোলন করেই যাচ্ছি এবং করতে করতে এমন একটি অবস্থায় এসেছে তখন আমাদের ছাত্ররা তরুণ প্রজন্ম তারাও মাঠে নেমেছে এবং বিপক্ষ সংঘটিত হয়েছে ইটস ভেরি গুড কিন্তু এরপরে রাষ্ট্র সংস্কার করার জন্য এই সরকারকে অনন্তকালের জন্য থাকতে হবে এমন তো কথা নেই আর সংস্কারের প্রত্যেকটা বিষয়ই তো লেজাণ্ড হযে যাচ্ছে আপনি জনপ্রশাসনের সংস্কারে দেখেছেন যে সরকারি আমলারা তারা প্যান ডাউন করছে তারা আন্দোলন করছে ডক্টর আনোয়ারুল হক মিলন এই সরকার কি অনন্তকাল সংস্কার করতে চাইছে সরকার তো বলছে যে এর ডিসেম্বর কিংবা এর প্রথম নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে হ্যাঁ তারা চাইছে তারা করছে আমরা তো বলিনি কালকে চলে যেতে আমরা তা বলছি না আমরা বলছি যৌক্তিক সময় নেন করুন এই যে সংস্কার যৌক্তিক সময়ের ব্যাখ্যাটা আসলে আপনাদের কাছে কি যৌক্তিক সময় যখন সংস্কারের কাজগুলি পরচর্যক্রমে শেষ হবে জানুয়ারিতে রিপোর্ট জমা হবে তারপর তারা সংস্কারের যে পদ্ধতিগুলি শেষ করবে যখনই শেষ হবে তখনই করবে আমরা তো বলিনি কালকে নির্বাচন করুক যুক্ত সময় কি আসলে সংস্কারের উপর নির্ভর করবে না প্রত্যেকটা জিনিস একটা টাইম বাউন্ড থাকে আপনি অনন্তকালের জন্য কোন কিছু করতেন আপনি বলুন এই সংস্কারটা এত তারিখ হইতে এত তারিখ এই সংস্কারটা এত তারিখে হইতেছে আমার মিনিস্ট্রি এটা থেকে এটা করবে যেমন আমরা যখন দায়িত্ব পেয়েছিলাম দিনে হানিমুন পিরিয়ড ছিল তখন তো আমরা পাঁচ বছরের জন্য কি করব সেটা আমরা বলে দিছি এই সময় এটা করবো এই সময় এটা করব তো তারাও তো এটা সময় নির্ধারণ করা হবে করে বলে দিবে তারা বলেছে শে ডিসেম্বরের মধ্যে করবে আবার প্রেস মিনিস্টার প্রেস সেক্রেটারি সাহেব বললেন যে আমরা শে জুনের ভিতরে করতে চাই করতে চাই কাজগুলি এগিয়ে নেই এর মাঝখানে আবার প্রক্লামেশন অফ সেকেন্ড পাবলিকের কথা বলা হচ্ছে এর মাঝখানে বলা হচ্ছে যে সরকার সাহায্য করছে নতুন দল করার জন্য এই এগুলো তো বাজারে থাকে না এগুলো তো বেরিয়ে আসতেছে ছাত্রদের নতুন দল নিয়ে আপনারা কেন আতঙ্কিত না না আমরা খুশি লেট দেম কাম ফরওয়ার্ড আপনি দেখছেন না আওয়ামী লীগ মার্কেটের ভোট শেয়ারে এখানে তারা নেই তারা অনুপস্থিত সেখানে আরেকটি দল আসতেই হবে কে বলছে আমরা আতঙ্কিত উই ওয়েলকাম দেম কি বলেন আপনি আমরা তো চাই এদেশের রাজনীতি করার সুন্দর পরিবেশ আসুক কিন্তু এই সরকার কোন রকম ভাবে যেন এর সাথে ইনভল্ভ না হয় আচ্ছা আমি যদি বলি এই ছাত্রদের দুইজন প্রতিনিধি ওখানে রয়েছেন তাহলে তারা রিজাইন করে চলে আসুক না আমাদের কি কোন প্রতিনিধি আছে বিষয়গুলো বুঝতে হবে আমি যখন আমার এলাকায় যাই আমাকে তো এসপিডিসি ওসি পাহারা দেয় না তাতে তো এসপিডিসি ওসি পাহারা দিচ্ছে এর তো প্রয়োজন নেই আমিও রাজনীতি করব

এইটাই তো বলা হয় প্লেইন লেভেল প্লেইন লেভেল ডক্টর এসুল হক বিলন অরাজনৈতিক অন্তর্বর্তী সরকার আসলে কেন কিংস পার্টি গঠন করবে সেটা তো আমারও প্রশ্ন আপনি কোথা থেকে দেখুন ইটস এ ফ্যাক্ট আমরা খবর পেয়েছি এটা তো আমার প্রশ্ন কেন তারা করতে যাবে এবং ইন্টারেস্টেড না অরাজনৈতিক অন্তর্বর্তী সরকার কেন কিংস পার্টি গঠন করবে রাজনীতির হিসেব নিকাশটা আসলে কেমন না কিংস পার্টি সবসময় যে নিজের জন্যই করে তা তো নয় আরেকটা দলকে যেমন আপনার ওয়ান ইলেভেলের সময় আমরা দেখেছিলাম একটা কিংস পার্টি হচ্ছিল ফেরদৌস আহমেদ কুরাইশী এবং অন্যান্যদের নেতৃত্বে তো ওই সময় তো একটা অরাজনৈতিক সরকারি ছিল তো ওরা কি তাদেরকে ক্ষমতা নিজেদের ক্ষমতায় থাকার জন্য করেছিল করে নাই তারা প্রচলিত পলিটিক্যাল পার্টিগুলোর সঙ্গে যেকোনো কারণে হোক একটা স্বার্থের দ্বন্দে আছে তারা চায় না যে এই দলগুলো আগামীতে ক্ষমতায় আসুক তারা এজন্য নিজেদের পছন্দের কিছু লোককে দিয়ে একটা দল বানাতে চায় ওইটি তো কিংস পার্টি কিংস পার্টির আরেকটা সংজ্ঞা আপনারা দিবেন যে এরশাদ যেটা বানাইছিল জিয়া যেটা বানিয়েছিল সেটা অন্য জিনিস যে উনি নিজেই ক্ষমতায় থাকার জন্য একটা দল বানিয়েছেন অথবা নিজেই মনে করেছেন উনার জন্য একটা দল দরকার সেটা একটা আর এখানে যে ফরমেটটা আসতেছে সেটা হলো উনারা এদেরকে চান না এদেরকে বিদায় করে বিকল্প একটা শক্তিকে পলিটিক্যাল পার্টি হিসেবে দাঁড় করাতে চান এবং সেই আকাঙ্ক্ষা থেকে তারা একটা দলকে দায়িত্ব দিতে চাচ্ছেন সেভাবে তারা করছেন কাজেই সেভাবে এখানে হতে পারে এখানে তারা চাচ্ছেন যে না আওয়ামী লীগ বিএনপি কেউ না আসুক তৃতীয় কেউ একজন আসুক এবং তাদেরকে নানাভাবে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করছেন কারণ এটা হতে পারে কিন্তু কাজেই আসলে তারা কি চাচ্ছে এটা এটা এখনো ক্লিয়ার নাই তবে এটা সিওর এটা বোঝা যাচ্ছে যে সময় ক্ষেপণটা হচ্ছে এখন সময়ক্ষেপণ হলে কার লাভ হয় সেটাকে দেখার ব্যাপার আছে কিন্তু আওয়ামী লীগ এই নির্বাচনে নাই আমি তো মনে করি যত সময় ক্ষেপণ হবে তত বিএনপির জন্য লস হবে যত সময় ক্ষেপণ হবে তত বিএনপির জন্য লস হবে কিন্তু বিএনপির লস করতে যেয়ে সরকার যে ভুলটা করছে আমি যেটা মনে করি পার্সোনালি সেটা হলো সরকার কিন্তু নিজেদের উপরে কিন্তু ঝুঁকি বাড়ানো যতদিন তারা এই সরকার এই সরকার তো খুব দেশ ভালো চালাচ্ছে না দ্রব্যমূল্য বলেন আইন শৃঙ্খলা বলেন কোন ক্ষেত্রে তারা কিন্তু এমন কিছু করছে না যেটা দেখে মানুষ খুব খুশি তা কিন্তু নয় একটা মূল্য বুলাইছে সামনে সংস্কারের মূল্য যে আমরা সংস্কার করব আমরা সংস্কার করব তো সংস্কার যে আপনি করতে পারবেন আপনি ছাড়া আর যে কেউ সংস্কার করতে পারবে না এটা আপনি কিভাবে প্রমাণ করলেন সংস্কারের জন্য যে কমিশন গুলো করা হয়েছে আমি যদি বলি এই একটা কমিশনও সংস্কার করার যোগ্য না যদি আমি বলি আপনি আমাকে কিভাবে ভুল আসেন আসেন আলাপ করি তো এখন বিএনপি দিয়েছে দফা সেই দফা সংস্কারের প্রস্তাব তারা দিচ্ছে আজকে থেকে দুই বছর আগে তো সেই প্রস্তাবগুলি তারা কি আলোচনা করে দেয় নাই তাদের মধ্যে কি সব মূর্খ লোক ওখানে একজন লোক বুঝে না কিছু সব বুঝে এনজিওরা আর বিদেশ থেকে আমদানিত লোকেরা এরা সব বুঝে এরা এই দেশে কে খুব ভালোবাসে এত ভালোবাসে যে তারা আরেক দেশে নাগরিকত্ব নিচ্ছে তারা অন্য দেশের নাগরিক হয়ে আমার দেশে ঠিক করে দিব ভাই এরকম লোক তো আমার দরকার নাই আমরা সেই লোককে চাই যে লোক এই দেশে বড় হইছে এই দেশকে ভালোবাসে এই দেশে থাকছে তারা তো আমার দেশকে ঘৃণা করে বলে অন্য দেশে চলে গেছে সে কি এত বিশাল জ্ঞানী যে এই দেশ তাকে একমোডেট করতে পারতো না সে এই দেশকে পছন্দই করে না বাইরে যেয়ে ওখানকার আবার নাগরিকত্ব নিচ্ছে নিয়ে ওখানে মাস্টারি করে চাকরি করে কি করে না করে করে ওখানকার বিভিন্ন কমিটির সঙ্গে সে আছে ওই দেশের স্বার্থ দেখে তারে আইনে নিয়ে আপনি সংস্কার করাচ্ছেন এই সংস্কার আমার দরকার নাই এই সংস্কার বিএনপি ধরবেই না আপনি দেখেন আমি বললাম প্রধান উপদেষ্টা বলছে যে সংস্কারবিহীন নির্বাচন বাংলাদেশকে এগিয়ে নিতে পারবে না তারা যা শিখাইছে সে তাই করছে তাকে যা শিখা যাচ্ছে সে তাই করছে সেটি কিভাবে প্রমাণ করবে সংস্কার তো ইন দা মিন টাইম হচ্ছে প্রতিদিন সংস্কার হচ্ছে আজকে থেকে চার মাস আগে যা ছিল বাংলাদেশ এখন কি বাংলাদেশ সেই অবস্থায় আছে মানুষের চিন্তা সে অবস্থায় আছে মানুষের চিন্তা চেঞ্জ হয় নাই চিন্তা চেঞ্জ ওইটাই যে সংস্কার সংস্কার কি গাছে ধরে নাকি রে ভাই উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ ইতোমধ্যে বলেছে যে প্রধান উপদেষ্টা নির্বাচনে একটা সম্ভব্য রোম্যাপ ঘোষণা করেছে কিন্তু নির্বাচনের সময়সীমা নির্ভর করবে সংস্কারের উপর কারণ সংস্কার কার্যক্রম বাস্তবায়নের পরে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে তাহলে নির্বাচন আসলে কবে অনুষ্ঠিত হবে হওয়া উচিত এর আগেই আমি তো মনে করি এ নিয়ে নির্বাচন হওয়া উচিত প্রধান উপদেষ্টা যে সংস্কারের কথা বলেন যে প্রত্যাশিত সংস্কার তো প্রত্যাশা এটা কার কার প্রত্যাশা বিএনপিকে জিগুস্ত করেন বিএনপি বলবে আমার প্রত্যাশা হলো যে যেগুলো নির্বাচনের জন্য দরকার সেগুলি সংস্কার করা আচ্ছা বলেন নারীর ক্ষমতায়ন বিষয়ক একটা সংস্কার কমিশন করছে এটার সঙ্গে নির্বাচনে কি সম্পর্ক বলেন ভাই আবার বুঝান এর সঙ্গে নির্বাচনে কি সম্পর্ক আপনি যদি শিক্ষা নিয়ে একটা সংস্কার করেন তার সঙ্গে নির্বাচনে কি সম্পর্ক আপনি

বলবেন যে এটা পলিটিক্যাল পার্টিগুলো কয় না আচ্ছা ঠিক আছে পলিটিক্যাল পার্টিগুলো কয় না সব পলিটিক্যাল পার্টি ভিলেন খারাপ দুষ্ট কে করে আপনি করেন আচ্ছা আপনি করেন আপনি যে বিশাল জ্ঞানী লোক করেন কিন্তু আপনি কাদের দিয়ে করতেছেন এই লোকগুলি আপনি কিভাবে নির্বাচন করেছেন এই এই খাতে এই লোকগুলি কি বেস্ট প্রমাণ করেন আপনি আমাকে সামনে আইসা নিয়া কেমনে করে আপনি প্রমাণ করবেন এই লোকগুলি বেস্ট কিছু আনারী লোককে আপনার পরিচিত লোক আপনি এদেরকে চিনেন আইনা নিয়ে বলছে তোমরা একটা সংস্কার করো ওই সংস্কার গ্রহণযোগ্য হবে কিনা কে জানে ভাই আমি একটা তলা বিল্ডিং বানামু কথাটা বুঝেন আমার আমার কিছু বন্ধু বান্ধব বলে তুমি বিল্ডিং বানাবা আমি কিন্তু কিছুদিন এই বাথরুমটা বানাইছি আমি বিল্ডিংটা বানাইতে পারবো তো ইটের উপরে ইট রেখে বিল্ডিং বানানো শুরু করলো কয়দিন পর এটা ভেঙ্গে পড়বো ওইটা কি বিল্ডিং হবে আর্কিটেক্ট কোথায় এরা দেশ গড়বে কে দেশ গড়বে এরা মনে করে কি এদের যুক্তিটা কি হাসিনার মত স্বৈরাচারকে নামিয়েছি অতএব আমরাই দেশ গড়বো আরে যে নামায় যে ভাগে সে গড়ে না ভাগার মিস্ত্রী একটা গড়ার মিস্ত্রী আরেকটা ওইটা বুঝতে হবে তলা বিল্ডিং এ আপনি রাজমিস্ত্রী ভাঙতে পারবেন কিন্তু ওই রাজমিস্ত্রী তলা না তলা বিল্ডিং এ বানাইতে পারবে না তার জন্য আর্কিটেক্ট লাগবে সে আর্কিটেক্ট সে আর্কিটেক্ট আপনি তো নিয়ে আসছেন ভাই এটা যে সেই আর্কিটেক্ট আমাকে বুঝান আমি তো বুঝি না আমি তো এদের কাজকর্ম দেখে বুঝি না এদের কথাবার্তা শুনে বুঝি না এদের তো মানে বেসিকটা আমার পছন্দ হয় না তা আপনি কি করবেন আপনি সংস্কার করবেন খালি দাবি করলেই তো হলো না মাসুদ কামাল জনপ্রশাসন সংস্কার কিং নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার ছাড়া কি গ্রহণযোগ্য নির্বাচন করা সম্ভব হবে কি আমি আরেকটা কথা বলে শেষ করি আপনাকে দুইদিন ধরে দেখলাম ঢাকায় এই আপনার ইয়েতে এই যে কৃষিবিধি ইনস্টিটিউটে বিশাল একটা ই হলো আপনার ওয়ার্কশপ হইলো সমস্ত লোকজন এখানে হাজির করছে এখানে এটা কি ভাই এটা এনজিও যে প্রতিষ্ঠানটা এটা আয়োজন করছে ফোরাম ফর বাংলাদেশ স্টাডিজ ওইটার সময় শুরুতে আমিও ছিলাম আমি ওইটার সঙ্গে শুরুতে ছিলাম এসব তো বিদেশী পোলাপান বিদেশে বসে বসে দেশপদেশ প্রেমে বেইল হয়ে গেছে একদম সব যতগুলি লোক আছে সবগুলো হয় আমেরিকা থাকে অস্ট্রিয়া থাকে জার্মানি থাকে মালয়েশিয়া থাকে এরা মিলা আলী রিয়াদের অভিভাবক করতে এরা একটা সংগঠন করছে সেটা আসেনি আমাদের উপদেশটা হুম থাইয়া পড়ছে ওরা দেশকে সংস্কার করে দিব আর আমাদের গ্রামের কৃষক কি চায় এরা জানে জানে এরা আমার গ্রামের কৃষক লুপ্তি পড়া কৃষক কি চায় এরা এটা জানে ওই কৃষক যেটা চায় সেটা হলো সংস্কার আলী রিয়াজ কি চায় মনির এদের কি চায় এরা সংস্কার না এরা তো এদেশে থাকেই না তো এইগুলি কই লাভ নাই রে ভাই এগুলি কইতেছে ইউনুস সাব খুশি ইউনুস সাব তো উনার তো একটা বিদেশী প্রেম আছে বিদেশে থাকে বলে সে বিরোট খুশি হয়ে যায় তোমরা বিদেশ থাকো আসো দেশ গড়ো আরে ভাই দেশ গড়ার জন্য দেশের লোক খুঁজেন বিদেশের লোক না সেখানে আপনার কাছে আমার প্রশ্ন ছিল প্রশাসনের সংস্কার কিংবা নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার ছাড়া গ্রহণযোগ্য নির্বাচন নিশ্চিত করা সম্ভব হবে কিনা সে আলোচনা ফিরতে চাই আবাবো বিরোতির সময় হয়েছে দর্শক জেড বিবেদিত দেশ সব প্রতিক্রিয় এই পর্যায়ে আবাবো বিরতি নিষিদ্ধ সাথেই থাকুন আবাবো আমন্ত্রণে আপনারা দেখছেন দেশটা অধিবেশনের নিয়মিত আয়োজন জেনে বিবেদিত দেশ সাম্প্রতিক আমরা আবাবো ফিরছি আলোচনায় জনাব মাসুদ কামাল যে আলোচনায় আমরা ছিলাম জনপ্রশাসনে আসলে সংস্কার কিংবা নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার ব্যতীত আসলে গ্রহণযোগ্য নির্বাচন কিভাবে নিশ্চিত হবে আরেকটু যুক্ত করি অন্তর্বর্তী সরকারের ব্যাপক জনসমর্থন থাকা সত্ত্বেও প্রশাসন সীমাবদ্ধতা রয়েছে বলে জানিয়েছেন তথ্যপদেষ্টা রাহিদ ইসলাম তিনি আরো জানিয়েছেন আমলারা হুমকি দিচ্ছে আমলাদের রাখছেন কেন আমি তো আপনার এখানে বসে বহবার বলে গেছি যে একটা স্বৈরাচারের আমলা দিয়ে একটা গণঅভ্যুত্থানে সরকার চলতে পারে না বহুদিন বলছি রাখছে কেন এখন ধাক্কা খেয়ে বুঝতেছে ঠিক ঠিক হয় নাই কেন রাখছে এবং তাদেরকে আবার পিছন থেকে নিয়ে আসতেছে আইনা আইনা তাদের তাদেরকে প্রমোশন টমোশন দিয়া তাদের দিয়ে দেশ চালাইতেছি দেশ তো আমলারা চালায় দেশ কি এরা চালায় নাকি বুঝে কিছু কোন কমন সেন্স কাজ করে এদের মধ্যে সত্যি কথা বললে কি দেখেন আমি একটা উদাহরণ দেবো সিম্পল একটা উদাহরণ দিয়ে বলি মানে যেভাবে যেভাবে যে যা বলে মানে এটা কি মানে এটা তো দেশ তো না আপনি যখন একটা কথা বলবেন আপনারা তো দায়িত্ব নিয়ে বলতে হবে আমি একটা সিম্পল একটা এক্সাম্পল দেই আপনাকে কয়েকদিন আগে পরশুদিন নিত ডক্টর ইউনুস বলল যে উনার পছন্দ হলো যে ভোটাধিকার বছর বয়সে যেন হোক কেন বলছেন এই কথাটা উনি সবাই বুঝছে কিন্তু যে যাতে নাকি ছাত্রদের ভোট একটু বাড়ে ছাত্রদের উনাকে বুঝানো হয়েছে যে ছাত্রদের ভোট বাড়লে পরে এই বৈষম্য ছাত্র আন্দোলনের সঙ্গে যারা আছে এরা সহজে জিততে পারবে ঘোড়ার ডিম পারবে আচ্ছা ঠিক আছে ওই আলোচনায় পরে আসি তারও চেয়ে বড় কথা হলো উনি তো প্রধান উপদেষ্টা দেশের একটা গভর্নমেন্টের সঙ্গে আছে আন্তর্জাতিক নিয়মে বছর পর্যন্ত শিশু বাংলাদেশের আইনেও

বছরের আগ পর্যন্ত আপনি শিশু তো বছর যদি আপনি ভোটাধিকার দেন আপনি কি শিশুকে ভোটাধিকার দিবেন হয় পৃথিবীর কোথাও আছে শিশুদের ভোটাধিকার দিবেন আপনি ভাই এগুলো তো বুঝতে হবে এগুলো তো ম্যাটার অফ কমন্স সেক্স যখন উনাকে ড্রাফট ধরায় দিল যে এটা বলেন তখন সে জিজ্ঞাসা করবে না যে এটা তুমি বছর লেখলা কেন আমাদের দেশের নিয়মে বছর না বছর না বছরের আগ পর্যন্ত সে শিশু বলে দিল তাইলে বছর দোষ কি করছে বছরের সমস্যা কি এই আন্দোলনে তো বছরের বাচ্চা মারা গেছে সাত বছরের বাচ্চা মারা গেছে তো ওরও তো একটা ভূমিকা আছে তাহলে সাত বছরের আপনার ভোটার জায়গা দিয়ে দেন তো এগুলি কি রে ভাই মানে মোট কথাটা হলো কি আপনাকে এগুলি কি হয় এই আমলারা না বিরত করার জন্য এগুলি করে আমরা নানা ভাবে আমাদের কাছে যেমনি অবশ্যই কোন সন্দেহ আছে আপনার কোন সন্দেহ আছে এক্সাম্পল দিয়ে দেখাই আপনাকে বিএনপির কোন কোন বিএনপি পন্থী কোন কোন আমলা আওয়ামী লীগের আমলে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তার আগে তালিকা হচ্ছে তালিকা হয়ে গেছে কতজন পাইছে তালিকা হওয়ার পর এখন তাদেরকে ভূতাপেক্ষা প্রদোল্লতি দিয়ে তাদেরকে বকেয়া টকে শোধ করা হবে মানে তাদেরকে যে মনে করেন জয়েন্ট সেক্রেটারি ছিল অর্থাৎ ডেপুটি সেক্রেটারি ছিল তখন তারা বিএনপি আওয়ামী লীগের মধ্যে বাদ দিয়ে দিচ্ছে বাদ দিয়ে এখন তারা নিয়ে আসবে তাহলে এখন আবার দেখবে সে থাকলে পরে তার ব্যাচমেটরা কোন পর্যন্ত উঠছে সেক্রেটারি পর্যন্ত উঠছে তাকে সেক্রেটারি পোস্ট দিয়া তারপর তার রিটায়ারমেন্ট দেখাইয়া ওই এতদিনে যত টাকা পাইতো সব টাকা দিবে দিয়া তাকে সেক্রেটারির যে পেনশন এটা দিবে ব্যয় হবে কত এককালীন ব্যয় হবে কোটি টাকা আর প্রতিবছর ব্যয় হবে কোটি টাকা প্রতি বছর এই টাকাগুলি কাকে দিবে এই লোকগুলিকে দিবে আচ্ছা এই যে লোকগুলি এরা তো আওয়ামী লীগ আমলে চাকরিত হওয়ার পর বহুবার কিন্তু চাকরি ফেরত পাওয়ার চেষ্টা করছে তারা কি কখনো বলছে যে আমি বিএনপির লোক সারাক্ষণ বলছে আমি আওয়ামী লীগের লোক আমি ষড়যন্ত্রের শিকার এগুলি বলছে আচ্ছা তারও বাদ দেন আপনি এই যে আন্দোলনটা হলো এই আন্দোলনে এই না কতজনে আছে এদের কারো কোন ভূমিকা আছে কোন ভূমিকা নাই অথচ এই টাকা পাইলে ওই যারা চোখে চিকিৎসার জন্য কাততাত্ত্বে প্রত্যেকটা লোকের সুচিকিৎসা হইতো ওরা পাচ্ছে না যারা জান দিয়ে দিচ্ছে পাঁচ লাখ টাকা করে পাবে না কত টাকা পাবে ওরা পাবে কিনা এখনো ভালোমতো হচ্ছে না কিন্তু পাবে পায় পাচ্ছে ঘুরাঘুরি করতেছে ওইগুলো হচ্ছে কিন্তু আর যাদের কোন কন্ট্রিবিউশন নাই তাদেরকে আপনি এককালীন দিচ্ছেন কোটি টাকা এবং বাকি জীবন প্রতিবছর কোটি টাকা আপনি দিতে থাকিবেন এটা কারণ হইছে আমরা তাদের কারণ হইছে এই এই ফাইলে প্রধান উপদেষ্টা সিগনেচার করে নাই করে নাই তখন তার বিপ্লবের চেতনা কই আছিল ওইটার মধ্যে ওই অর্থ উপদেষ্টা সিগনেচার করে নাই খুব তো গণঅভ্যুত্থানে সরকার এটা ধন্যবাদ জানাচ্ছিল হক মিলন জনপ্রশাসনের সংস্কার কতটা চ্যালেঞ্জিং বর্তমান বাস্তবতা আমরা যেমনটা দেখছি জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশনের সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে প্রশাসন ক্যাডার কর্মকর্তাদের প্রতিবাদ সভা সেই সঙ্গে ক্যাডার কর্মকর্তাদের মুখোমুখি অবস্থানও আমরা দেখছি হ্যাঁ সেটা তো আমরা দেখছি সালে এই প্রশাসনিক কর্মকর্তারা ডক্টর মহিউদ্দিন খান আলমগীরের নেতৃত্বে জনতার মঞ্চ করেছিল এবং সেই সময় তারা বলেছিল যে আমরা এই সরকারের অধীনে কাজ করবো না তৎকালীন বিএনপি সরকারের অধীনে তারপরে আবার দেখলাম তে এসে আওয়ামী লীগ সরকার গঠন করার পরে যারা এই বিপ্লবী ভূমিকা নিয়েছিল সরকার সাথে কাজ করেনি তাদেরকে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী পর্যন্ত বানানো হয়েছে সেই সময় সমস্ত আমলাদেরকে উপদেষ্টা বানানো হয়েছে এগুলি আওয়ামী লীগ তখন করেছিল এবং এটা আমরা দেখছি তো এই এতদিন যে আন্দোলন হলো এই আন্দোলনের সময় কিন্তু এই আমলারা তারা চুপচাপ ছিল এবং তারা বলেছে সরকারি চাকুরি বিধি অনুযায়ী আমরা কোন কথা বলতে পারি না তাহলে এখন প্রতিবাদ সভা কিভাবে করছে হ্যাঁ সেটা বলছি তো এ আন্দোলনের সময় তারা বলেছে আমরা তো সরকারি চাকরি করি আমরা কি করে প্রতিবাদ করব কিন্তু এখন এসে তারা প্রতিবাদ করছে এই সরকারের এর বিরুদ্ধে আচ্ছা সরকার যে প্রস্তাবগুলি করেছে সংস্কারের জন্য মুহিত সাহেব উনাদেরই প্রাক্তন সচিব ইজ এ ভেরি অনেস্ট পার্সোনালিটি উনি যেটা বুঝেছেন তার কমিটি যেটা পর্যালোচনা করেছে সেই প্রস্তাবগুলো দিয়েছে সেই প্রস্তাবগুলো যদি অসামঞ্জস্য হয়ে থাকে সেটা গভর্নমেন্ট এক্সপ্ট করতেও পারে নাও করতে পারে এটার উপর তো ডিবেট হবে তারপরে সেইটা না শুনে আমরা হঠাৎ করে সরকারের বিরুদ্ধে ইটস এ থ্রেড এই থ্রেডটা তারা করে বসলো এখন প্রশ্ন হচ্ছে তারা কেন থ্রেড করে এই যে বর্তমান কেয়ার ইনফ্রিম গভর্নমেন্ট তারা কিন্তু আমলাদেরকে এই থ্রেডের জবাবে কোন কিছু বলতে পারেনি অপরদিকে উনি যেটা বললেন অনেক ক্ষেত্রে আমি দেখছি আমার একদম বলতে হয় না বললে এটা আমার একটু নৈতিকভাবে মনে হয় যেন আমি ঠিক করছি না আমার পিএস ছিল ডিস্টি সেক্রেটারি মুজিবুর সে আমার পিএস থাকার কারণে তাকে মাস বেতন না দিয়ে আটকে রেখে এনসিটিভিতে একটা পোস্টিং ছিল সেখান থেকে তাকে চাকরিচূত করা হয়েছে এখন দেখুন যে এডমিনিস্ট্রেশনে একটি চাকরি নিয়ে নিয়েছে শুধু এহসান মিলনের পিএস থাকার কারণে বা আমার

একজন পিএস ছিল বদরুল সে অবশ্য আগেই চলে গিয়েছিল সেই কারণে সে পার পেয়ে গিয়েছে সে বলেছে যে মিলন সাহেব আমাকে বাদ দিয়েছে আসলে তা না ফাস্ট হাফে আপনি থাকবেন সেকেন্ড হাফ আমি মুজিবকে নিয়ে আসবো এই ডিএনএ টেস্ট করে দেখা গেছে মুজিব ছিল শহীদুল্লাহ হলে ছাত্রদলের প্রথম কনভেনার সেই কারণে সে চাকরিচ্যুত হয়েছে অতএব তার নাতি তার প্রতি তার খুশি তার বাপের ঐতিহ্য বলার মত কোন সুযোগই নেই সেক্রেটারি তাকে বের করে দেওয়া হয়েছে সেই জন্য সে নিশ্চয়ই দাবি রাখে আমি যখন কুমিল্লা জেলে ছিলাম তখন আমাকে তো আই ওয়াজ দা ফাস্ট ভিকটিম অফ আওয়ামী লীগ গভর্নেন্ট আমাকে মিথ্যা মামলা নিয়ে আমার কোন রকম দুর্নীতির কোন কিছু পায়নি আমি মোবাইল ছিন্তাই করেছি ভ্যান্ডিব্যাক চিন্তায় আমি আমার স্ত্রী মিলে করেছি তার আবার মহিউদ্দিন খান আলমগীরের মন্ত্রী থাকা অবস্থায় যখন আমাকে সিকিউরিটি দেওয়া হতো এমন কোন মামলা নাই যে না দেওয়া হয়েছে তো এই যে সেই সময় আমরা মামলা খেয়েছি আমি জেলে থেকেছি কুমিল্লা জেলে আমি দেখেছি সেখানে মনে আছে বিডি এর হত্যার পরে মিউটিনির পরে এই ক্যান্টনমেন্টে পতিত সরকার প্রধান শেখ হাসিনা গিয়েছিল এবং সেখানে আর্মি অফিসার উচ্চবাচ্য করেছিল তাদের সহপাঠী কলিগকে সেখানে মারা হয়েছে তারা বলেছিল আমাদেরকে পারমিশন দিলে আমরাও রেসকিউ করতে পারতাম এই কথাগুলি বলার কারণে শেষ সময় আমি নিজে দেখেছি যে কারাগারে তাদেরকে রাখা হয়েছে এবং ডেথ পেনাল্টি সেনগুলোতে তাদের রাখা হয়েছে তো এইভাবে আর্মিতেও কিন্তু এইভাবে তারা ডিএনএ টেস্ট করে বাদ দিয়েছে অতএব সেই ক্ষেত্রে তারা আজকে তাদের সুবিধা আদায়ের জন্য তারা মিছিল করেছে মিটিং করেছে এখন এই সুবিধা আদায় নয় যারা বঞ্চিত হয়েছে বঞ্চিতদের তালিকা থাকতে হবে এবং বছর তো বঞ্চিত হয়েছে এটা তো নির্ধারিত অস্বীকার করা যায় না আমার মত একটা ব্যক্তিত্বের জীবন থেকে আমি এদেশের রাজনীতি করেছি এবং সততা নির্ভর সাথে রাজনীতি করেছি এবং দেশের উপকার করেছি এবং যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকত্ব বিসর্জন দিয়ে এসে রাজনীতি করেছিলাম সেই ব্যক্তিটিকে আমার সাড়ে তিন বছরের মতো পাঁচ বছর মন্ত্রী সাড়ে তিন বছরের মতো বিভিন্ন মামলায় জেল খাটিয়েছে তো এই পতিত সরকার এখনো কাজ নাই যে না করেছে হ্যাঁ আমরা রিয়েলি এটা সেকেন্ড প্রক্সেশন অফ আওয়ার স্বাধীনতা যেটা করতে চাচ্ছে সেটা আমরা বলতে পারি করতে পারি তাই বলে কে আমরা বাদ দিতে পারি না সেই জায়গায় আমি যেতে চাচ্ছি না এখন এই যে আওয়ামী লীগ সরকার বিগত বছর যে অত্যাচার অনাচার করেছে তার সূষ্ঠ একটি সমাধানের দরকার সেই জন্য সকলেই যাচ্ছে কিন্তু আমি মনে করি না এই সরকারের কাছ থেকে গিয়ে সকলে এমন কোন টিম নেই যে দাবি না করছে সকলেই দাবি করছে সেই ক্ষেত্রে যৌক্তিকতা রয়েছে তাদের দাবি করার কিন্তু এই সরকার তো কিছুই হ্যান্ডেল করতে পারছে না এখন জনপ্রশাসনকে নিয়ে যে মিস হ্যান্ডেল করলো ধরুন আপনার সুযোগ আছে আপনি বিসিএস আচ্ছা এখানে প্রশ্ন রাখতে চাই সরকার কি দুর্বল না মানবিক না না সরকার দুর্বল এখানে মিস হ্যান্ডেলটা কিভাবে ডিস্টি সেক্রেটারি তারা ডিস্টি সেক্রেটারি তাদের আবার পরীক্ষা দিয়ে আবার যেতে হবে কেন আর আপনি বলছেন না আমি বলছি যারা প্রশাসনে যাচ্ছে তারা তো পরীক্ষা দিয়েই যাচ্ছে তাদেরকে আবার কোর্টা দেওয়া হবে কেন এই কোর্টার বৈষম্যের জন্যই তো আন্দোলন কাউকে তো নিষেধ করেন আপনি ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার কৃষিবিদ হোয়াট এভার দ্যাট ইজ আপনি তো যেতে পারেন পুলিশ অফিসারও যেতে মানে যারা পুলিশে গিয়েছে তারাও তো যেতে পারতো প্রশাসন যারা ফরেন্স অফিসার তারা তো যেতে পারতো যারা এডুকেশন ক্যাডারি গেছে তারাও তো যেতে পারতো ডাক্তার ক্যাডারি গেছে তারা তো যেতে পারতো যেখানে আপনার ওপেন রয়েছে যে আপনি পরীক্ষা দিয়ে এডমিনিস্ট্রেটিভ ক্যাডারে যেতে পারবেন এন্ড দে আর ট্রেইং ফর এডমিনিস্ট্রেশন এটা তো অস্বীকার করার জন্য নেই তো সেই জায়গায় আপনি কাল্পনিকভাবে সমস্যা সৃষ্টি করবেন আর তারা প্যান ডাউন করবে এই যে একটা সিচুয়েশন এই সরকারের দুর্বলতার কারণে তারা দুর্বলতার কারণে তারা করছে এই সরকারের কম্পিটেন্ট নিয়ে কাজ করার মত কয়জন রয়েছে সকলেই শেষ পর্যায়ে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি ডক্টর আনুসুল হক বিরুল ধন্যবাদ জানাচ্ছি জনাব মাসুদ কামাল আপনাকেও দর্শক এখানেই শেষ করছি নিবেদিত ও দেশ প্রতীকের আজকের আয়োজন ধন্যবাদ এতক্ষণ আমাদের সাথে থাকার জন্য মিউজিক